

ঢাবি রেজিস্ট্রার ভবনের সেবায় হয়রানির প্রতিবাদে ব্যঙ্গাত্মক কর্মসূচি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি



ছবি : কালের কণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ভবনের সেবায়
হয়রানি, উদাসীনতা ও দীর্ঘসূত্রতার প্রতিবাদে
ব্যঙ্গাত্মক প্রতীকী কর্মসূচি পালন করেছেন
একদল শিক্ষার্থী। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল)
প্রশাসনিক ভবনের প্রধান ফটকের সামনে 'ই-
মেইল ভেরিফিকেশন ও কল রিসিভ সংক্রান্ত
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি' শিরোনামে এ আয়োজন করা
হয়।

'স্ব-চেতন শিক্ষার্থীবৃন্দ' ব্যানারে আয়োজিত এই
কর্মসূচিতে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশ
নেন। কর্মসূচি থেকে রেজিস্ট্রার ভবনের সব

কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়করণসহ ৬ দফা দাবি
উপস্থাপন করা হয়।

সম্প্রতি ভেরিফিকেশন ফি-সংক্রান্ত জটিলতায়
দুই শিক্ষার্থীর বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ
হাতছাড়া হওয়ার অভিযোগ ঘিরে
বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু
হয়। আয়োজকরা জানান, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায়
বিদ্যমান গাফিলতি ও দীর্ঘসূত্রতা তুলে ধরে
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এ কর্মসূচির
আয়োজন করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী
হাসিবুল আলম তাহিন বলেন, ‘বিদেশি
বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান
পূর্ববর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছে ই-মেইল
ভেরিফিকেশন চায়। কিন্তু ২০১৫ সালের এক
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ সেবার জন্য ৫০ ডলার ফি
নেওয়া হয়, যা শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয়বহুল ও
অযৌক্তিক।

শিক্ষার্থী মুবাম্বির মাহমুর নিবিড় বলেন, ‘এটি
প্রশাসনের প্রতি একটি ব্যঙ্গাত্মক কর্মসূচি।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব
শিক্ষার্থীদের নয়; বরং প্রশাসনেরই।’

তিনি বলেন, ‘প্রশাসনের দায়িত্ব যথাযথভাবে
পালন না হলে তা শিক্ষার্থীদের মেধাবিকাশ,
শিক্ষার মান এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগে
নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।’

আরেক শিক্ষার্থী অর্ক বডুয়া অভিযোগ করেন,
দীর্ঘদিন ধরে ‘লাঞ্ছের পর আসেন’ ধরনের
অজুহাতে শিক্ষার্থীদের হয়রানি করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ই-মেইল ভেরিফিকেশন
জটিলতার কারণে এক সপ্তাহেই দুই শিক্ষার্থীর
বিদেশে আবেদন বাতিল হলেও প্রশাসন এ
বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি। বরং দায়
শিক্ষার্থীদের ওপর চাপানো হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘কর্মকর্তাদের দায়সারা মনোভাব ও
উদাসীনতা স্পষ্ট, যা বর্তমান সময়ের সঙ্গে
অসামঞ্জস্যপূর্ণ।’

শিক্ষার্থীদের উত্থাপিত দাবিগুলো হলো, ভর্তি
থেকে সনদপত্র উত্তোলন পর্যন্ত সব সেবা
অনলাইনে প্রদান, অনলাইন ও অফলাইনে হেল্প
ডেস্ক চালু, কর্মকর্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত

করা, ই-মেইল ভেরিফিকেশন ফি পুনর্বিবেচনা,
কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু এবং টাইম
স্লটিং পদ্ধতিতে সেবা প্রদান।